



3699 - সব মানুষেরে রযিকি বরাদ্দকৃত থাকার পরেও কছি মানুষ না-খয়ে মারা যাচ্ছে কনে

প্রশ্ন

যদি আল্লাহ প্রত্যকে মানুষেরে জীবিকা লপিবিদ্ধ করে থাকনে তাহলে কছি মানুষ না-খয়ে মারা যায় কনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তাআলা হচ্ছনে- রাখ্যাক (জীবিকাদাতা) এবং তিনিই উত্তম জীবিকাদানকারী। পৃথিবীতে বচিরণকারী প্রত্যকেটা জীবেরে জীবিকা আল্লাহরই দায়ত্ববে। কোন লোভাতুরেরে লোভ অথবা হিংসুকরে হিংসা কাউকে তার জীবিকা হতে বঞ্চিত করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী মানুষেরে জীবিকার মধ্যে তারতম্য করনে। যমেনভাবে মানুষেরে আকার-আকৃতি ও স্বভাব-চরতিরেরে মধ্যেও তিনি ভিন্নতা দিয়ে থাকনে। আল্লাহ তাআলা মানুষেরে জীবিকার মধ্যে বসিত্ত দিনে। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকার সচ্ছলতা দনে, যাকে ইচ্ছা জীবিকা সংকুচতি করনে। আল্লাহ তাআলা তাঁর পূর্ববর্তী জ্ঞান ও লপিকার ভিত্তিতে মানুষেরে জীবিকা বণ্টন করনে। তাঁর পূর্ব জ্ঞান ও লপিকাতে রয়েছে বান্দাদের মধ্যে কে সচ্ছল জীবিকা পাবে, আর কে সংকুচতি জীবিকা পাবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রভূত হকেমত (গূঢ় রহস্য)। তাঁর সকল হকেমত অনুধাবন করা বান্দার সাধ্যে নই। জীবিকায় সচ্ছলতা দান ও সংকোচনে একটা হকেমত হচ্ছনে য়োমত দিয়ে অথবা বপিদ-আপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করা। “আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্ততি হবে।”[সূরা আম্বিয়া, ৩৫] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: “মানুষ এরূপ যবে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করনে এভাবে যবে, তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করনে তখন সবে বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করনে এভাবে যবে, তার রযিকি সংকুচতি করে দনে, তখন সবে বলে: আমার পালনকর্তা আমাকে হয়ে করছেন।[সূরা ফজর, আয়াত: ১৫-১৬] এই বক্তব্যেরে পর আল্লাহ তাআলা বলেন: “এটা অমূলক”। অর্থাৎ মানুষ যা ধারণা করে প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ নয়। বরঞ্চ জীবিকার সচ্ছলতা ও সংকোচন বান্দার জন্য একটা পরীক্ষা; তাকে সম্মান দয়ো বা অপমান করা নয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শুরগুজার ও ধরৈযশীল বান্দা এবং অকৃতজ্ঞ ও অধরৈয বান্দাদেরে চনো যায়। আল্লাহ সর্ববয়সি়ে সর্বজ্ঞানী। উদ্ধৃতি সমাপ্ত।